দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 NOV 1998 ...
পৃঃ ৪ ... কলাম ... ৮ ...

14

পরীক্ষার ফিস হিসাবে অতিরিক্ত টাকা আদায়

৯৮ সালের এস, এস, সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ছোট দেওড়া অগ্রণী উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদেরকে ১৫ দিনের মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে '৯৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করিতে বলেন। আমি অভিভাবক হিসাবে আমার মেয়ে যাহাতে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়, সেজন্য পুনঃ ভর্তি ফি, প্রাকনির্বাচনী পরীক্ষার ফি ও অন্যান্য ফিসহ এপ্রিল-আগষ্ট পর্যন্ত ৫ মাসের বেতন বাবদ মোট ৫২৫ টাকা প্রদান করি। গত ১০/১০/৯৮ তারিখে ঢাকা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিতে পারি যে, ৯৬ সালের রেজিষ্ট্রেশনকৃত কোন ছাত্রছাত্রী '৯৯ সালের পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। ফলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্বে প্রদানকৃত টাকা ফেরত চাহিলে তাহা দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয় এবং বলা হয় যে, সকল বিদ্যালয়েই এভাবে ভর্তি করা হইয়াছে। আর টাকা ফেরত দেওয়ার কোন নিয়ম নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে নিয়মিত হিসাবে যদি পরীক্ষা দিতে না-ই দেওয়া হইবে, তবে এভাবে টাকা নেওয়া কেন? ইহা কি প্রতারণার সামিল নহে? আর অভিভাবকদের মধ্যে অধিকাংশই গরীব-সন্তানের পরীক্ষার ফিস যোগাড় করিতেই যাহারা হিমশিম খাইয়াছেন। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত টাকা ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ কবির হোসেন,
গ্রাম ঃ তরৎপাড়া, ডাক ঃ ধীরাশ্রম,
থানা ও জেলা ঃ গাজীপুর।